সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের বেপরোয়া অনিয়ম-দুর্নীতি

স্বেচ্ছাচারিতার কয়েকশ অভিযোগ শিক্ষা অধিদপ্তরে

■ নিজামুল হক

মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা (শিক্ষা কর্মকর্তা) শিক্ষকদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অনৈতিক সুবিধা আদায় করছে বেপরোয়াভাবে। শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, উপবৃত্তি, বই বিতরণ ও বিভিন্ন শিক্ষকদের অনিয়ম তদন্ত সংক্রান্ত নানা কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা অনিয়ম করছে। প্রতিনিয়তই তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে। এ ছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, মানববন্ধন এমনকি বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের হাতে শিক্ষা কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রতি মানববন্ধন করে তার অপসারণ দাবি করেছে সাধারণ শিক্ষকরা। অনিয়মের কারণে গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এটিএম মাহাবুবুল আলমকে লাঞ্ছিত করে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল স্থানীয়রা। নাটোরের লালপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে এমপিওভুক্তি করার অভিযোগ করেছেন ভেল্লাবাড়ীয়া আবদুল ওয়াহেদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমন অভিযোগ আসার পর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

মাধ্যমিক শিক্ষা

২০ পৃষ্ঠার পর

এর তদন্ত করছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই। এ বিষয়ে মাউশি'র সংশ্লিষ্ট শাখার সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন বলেন, প্রতিনিয়তই অভিযোগ আসছে। অভিযোগের তদন্ত এবং সে আলোকেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বদলিও করা হচ্ছে।

তবে মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ এলেও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অধিদপ্তরের সিনিয়র কিছু কর্মকর্তাদের কারণে এসব অনিয়মের তদন্তও হয় না।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ডে মাউশির প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন এই কর্মকর্তা। এই সুযোগে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিয়োগ প্রার্থীদের কাছে বিভিন্ন অঙ্কের ঘুষ নেন। আর ঘুষ না দিলে নানাভাবে হয়রানি করেন।

আগে সকল শিক্ষক নিয়োগ হতো স্থানীয় পর্যায়ে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিত। এখন প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ হয় স্থানীয় পর্যায়ে। এই শিক্ষক নিয়োগ দিতে গিয়েই যে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকেন শিক্ষা কর্মকর্তা। স্কুল কমিটির সঙ্গে মিলেমিশেই এই অনিয়ম হয়।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির কার্যক্রম 'বিকেন্দ্রীকরণ' এবং 'অনলাইন' করা হলেও তার সুফল মেলেনি বরং ফল হয়েছে উল্টো। এর প্রধান কারণ শিক্ষা কর্মকর্তাদের হয়রানি, ঘুষ, দুর্নীতি। শিক্ষা অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে এ বিষয়ে একাধিক অভিযোগ থাকলেও কার্যত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এমন অভিযোগ শিক্ষকদের।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে অনলাইনে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম শুরু করে মাউশি। একই বছরে এমপিও বিকেন্দ্রীয়করণ করা হয়। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। অভিযোগ, এখন ঘুষের টাকা নিয়ে মাউশিতে না এলেও মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করতে হয়। যার শুরু হয় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দিয়ে।

আমিনুল ইসলাম পরিচয়ে শিক্ষা ভবনে আসা এক শিক্ষক বলেন, এমপিও নির্দেশনা মোতাবেক সকল কাগজপত্র দিয়ে তারা যথা নিয়মে আবেদন করেন। আবেদনটি উপজেলা থেকে জেলায় পাঠানো হয়। জেলা থেকে তা বাতিল হয়। যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, সঠিকভাবে কাগজপত্র স্ক্যান করা হয়নি। এভাবে প্রতিধাপেই হয়রানি হতে হয় শিক্ষকদের।

শিক্ষকদের অভিযোগ, আগে তাদের প্রতি এমপিওতে ঘুষ দিতে হত ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এখন বেতন স্কেল বেড়েছে এ কারণে ঘুষও বেড়েছে। নাম, বয়সসহ নানা বিষয় সংশোধন, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পেতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে ফাইল পাঠাতে ঘুষ দিতে হয় ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি বলেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে ঘুষ বাণিজ্য কয়েকগুণ বেড়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শিক্ষককে হয়রানি করে এবং তাদের ঘুষ দিতে হয়। এ নিয়ে শিক্ষক সমাজের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আমাদের কাছেও এসেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।